❖ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের উপর ফরাসি বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া কি ছিল ?

উত্তর ঃ ফরাসি বিপ্লব ফ্রান্সের নিজস্ব ঘরোয়া বিষয় হলেও তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ফ্রান্সের ভৌগোলিক সীমার বাইরে ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলেও অনুভূত হয়েছিল । প্রাক বিপ্লব ফ্রান্সের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে ইউরোপের অন্যান্য দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার খুব একটা তফাৎ ছিল না । ফরাসি বিপ্লবের আগে হল্যান্ড, বেলজিয়াম, আয়ারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, অষ্ট্রিয়া, পোল্যান্ড প্রভৃতি দেশগুলিতে রাজনৈতিক আন্দোলন দেখা দিয়েছিল । কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের মত সেগুলি সফল হয়নি এবং দেখা যায়নি তার ব্যাপক প্রতিক্রিয়া। কিন্তু ফরাসি বিপ্লব ইউরোপে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল তা ক্রমে ইউরোপীয় ইতিহাসের অঙ্গ হয়ে যায় । বিপ্লবের প্রভাব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যদিও সমানভাবে অনুভূত হয়নি । তাছাড়া একই দেশে বিপ্লবের স্বপক্ষে ও বিরোধী পক্ষের অনুগামীরাও ছিল । ইউরোপের বুদ্ধিজীবি মহলে বিপ্লব সাদরে গৃহিত হয়েছিল । ইউরোপীয় পন্ডিত মহল বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়েছিল । ব্লেক (Blake), কোলরিজ (Colridge), বার্ণস (Burns), সাউদি (Southey), ওয়ার্ডসার্থ (Wordsworth), প্রিস্টলে (Priestly), টম পেইন (Tom Paine), টেলফোর্ড (Telford), ফিকটে (Fichte), হেগেল (Hegel), হার্ডার (Herder), কান্ট (Kunt), বিটোফেন (Beethoven) প্রমুখ বুদ্ধিজীবিদে নাম এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ।

❶ ইংল্যান্ড ঃ ইউরোপীয় দেশগুলি উপর ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনায় প্রথমেই ইংল্যান্ডের কথা বলতে হয় । ইংল্যান্ডে এই বিপ্লবের প্রভাব ছিল মিশ্র, কেননা ফ্রান্সের বৈপ্লবিক কর্মকান্ড ইংল্যান্ডকে খুশিই করেছিল । অস্বীকার করার উপায় নেই যে ফ্রান্স ছিল ইংল্যান্ডের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বী । তাই ফ্রান্সে বৈপ্লবিক তৎপরতা ও বিপ্লবের পরিবেশ সৃষ্টিতে ইংল্যান্ড উল্লাসিত হয়েছিল । অভ্যন্তরীণ সমস্যায় ফ্রান্স র্জজরিত হলে সামরিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে ফ্রান্স দুর্বল হয়ে পড়বে । ১৭৯২ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিট (William Pitt) তাই ফ্রান্সকে নিয়ে এক প্রকার নিশ্চিত ছিলেন । ফ্রান্সে ভ্রমণরত ব্রিটিশ পর্যটক আর্থার ইয়ং (Aurther Young)-কে পিট আগেই জানিয়েছিলেন যে ফ্রান্সের গন্ডগোল ইংল্যান্ডের স্বার্থের অনুকূল হবে । যদিও ফ্রান্সের প্রতি ইংল্যান্ডের মাসনিকতার পরিবর্তন হয়েছিল । কিন্তু ফ্রান্সের বিপ্লব ইংল্যান্ডের চিন্তাবিদ ও পন্ডিত মহলে সাদরে গৃহীত হয়েছিল । ফ্রান্সে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার প্রতি তাদের সম্মতিও প্রকাশ করেছিলেন । ফক্স (Fox), শেরিডান (Sheridan), স্ট্যানহোপ (Stanhope), বা আর্সকিন (Erskin) প্রমুখ ফরাসি বিপ্লব সম্পর্কের সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন । বরং ফরাসি বিপ্লবের সাফল্যে তারা ইংল্যান্ডেও শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন । ইংল্যান্ডের শ্রমিক শ্রেণিও ফরাসি বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিল ।

❷ আয়ারল্যান্ড ঃ আয়ারল্যান্ডে ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব অনেকটা সন্তোষজনক ছিল । সেখানে বিপ্লবের প্রভাব গভীরভাবে অনুভূত হয়েছিল । এর কারণ হিসাবে আয়ারল্যান্ডের সংগ্রামী ঐতিহ্যের কথা বলতে হয় । ১৭৮২-৮৪ সালে সেখানে যে বিদ্রোহের রূপ প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল, তা থেমে থাকেনি । ফরাসি বিপ্লবের পরে ১৭৯৪ সালে সেখানে নতুন করে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল । লর্ড এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড (Lord Edward Fitzgerald) এবং উলফ টোন (Wolfe Tone) জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন । তাঁরা ফরাসি জাতীয় কনভেনশনের সঙ্গে আলোচনার জন্য এমনকি ফ্রান্সেও গিয়েছিলেন । এর পাশাপাশি সাধারণ কৃষক শ্রেণিও কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল । ফরাসি বিপ্লবের আদর্শে ফ্রান্সে সামন্ততন্ত্রের পতন হলে তারা উৎসাহিত হয়েছিল । আয়ারল্যান্ডের অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি ফরাসি দার্শনিকদের রচনা ও ধ্যানধারণার দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন । অবশ্য আয়ারল্যান্ডের এই আন্দোলন গুলি শেষ পর্যন্ত সাফল্যের মুখ দেখতে পারেনি ।

❸ জার্মানি ঃ জার্মানির বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের নিকট ফরাসি বিপ্লব ছিল সন্তোষজনক । তারা এই বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন । বিশেষ করে মন্তেস্কু ও রুশোর চিন্তা ভাবনা জার্মান জনসাধারণকে প্রভাবিত করেছিল । তাদের রচনা নিয়ে ছাত্র-শিক্ষক ও সাহিত্য সভায় বিভিন্ন ধরণের আলোচনা হত । বাস্তিল দুর্গের পতনে জার্মানির দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিক, সাংবিদকরা যথেষ্ট উল্লাসিত হয়েছিলেন । তবে গ্যেটে (Goethe) ও শিলার (Schiller) ফরাসি বিপ্লব নিয়ে খুব একটা আশাবাদী না হলেও তাঁরা এর বিরোধিতা করেননি । ফ্রান্সে স্বৈরতন্ত্রের পতন এবং উচ্চ শ্রেণির বিশেষ অধিকার হরণে তারা আনন্দিত হয়েছিলেন । কিন্তু চার্চের জমি বিক্রয় বা রাজার হত্যাকান্ডের মত বিষয় তাদের মনঃপূত ছিল না । এমনকি জ্যাকোবিন দলের নেতৃত্বে সন্ত্রাসের শাসনকে তারা কোনদিনই মেনে নিতে পারেননি । এরসঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এডমন্ড বার্কের রচনা পড়ে কিছু জার্মান ফরাসি বিপ্লবের বিরোধিতা করতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন । উদাহরণ হিসাবে Friedrich von Gentz-এর নাম করা যেতে পারে । ইনি এক সময় রুশো ও মিরাবোর ভক্ত হলেও ফ্রান্সে জ্যাকোবিনদের একনায়কতন্ত্রের শাসনকে মেনে নিতে পারেননি । এমনকি হেগেল (Hegel)-এর ন্যায় দার্শনিকও সন্ত্রাসের শাসন এবং ষোড়শ লুই-এর গিলেটিনে প্রাণদন্ডকে সমর্থন করেননি ।

❹ ইতালি ঃ বহু রাজ্যে বিভক্ত এবং বিদেশী শাসনে র্জজরিত ইতালিতে ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব অনুভূত হওয়া মোটেই কোন আশ্চর্যজনক ঘটনা ছিল না । ইতালির শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে চার্চ বিরোধী মনোভাব ও জ্ঞানদীপ্তির প্রভাব পড়েছিল । অষ্ট্রিয়ার শাসনে অতিষ্ট ইতালিবাসীর মনে যে ক্ষোভ ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে ফরাসি বিপ্লব নতুন আশাবাদের জন্ম দিয়েছিল । ইতালি তাই ঐক্য আন্দোলনের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করে । স্বৈরাচারী শাসক শ্রেণির পতনে এবং অভিজাত ও যাজক শ্রেণির ক্ষমতা ও মর্যাদা হ্রাসের ঘটনায় তারা উল্লাসিত হয়েছিল । কিন্তু ফ্রান্স সন্ত্রাসের শাসনের উৎপত্তিতে তাদের মনে বিপ্লবের প্রতি আস্থা হারিয়ে যায় । বিভিন্ন রাজ্যে

বিভক্তের কারণে ইতালিবাসীর মধ্যে কোন ঐক্য গড়ে না ওঠায় সেখানে কোন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি । কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে মাৎসিনি, কাভুর, গ্যারিবল্ডি প্রমুখের নেতৃত্বে ইতালি যে ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছিল তার পশ্চাতে ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ কিছুটা হলেও কাজ করেছিল ।

❶ বেলজিয়াম ঃ এই সমস্ত দেশ ছাড়াও ইউরোপের আরও কয়েকটি দেশে ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব অনুভূত হয়েছিল । এপ্রসঙ্গে বেলজিয়ামের নাম করা যেতে পারে । আয়তনের দিক থেকে এই দেশটি ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলির তুলনায় ছোট হলেও এখানে বিপ্লবের একটা আদর্শ ফরাসি বিপ্লবের আগে থেকেই ছিল । এখানে ১৮৮৭ সালে অষ্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় যোসেফের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল । ফ্রান্সে বিপ্লব শুরু হলে বেলজিয়ামেও বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল । বিদ্রোহীরা এমনকি প্যারি শহরের সঙ্গে যোগাযোগ পর্যন্ত গড়ে তুলেছিল । বেলজিয়ামের বিদ্রোহ প্রথম পর্বে সফল হলেও শেষ পর্যন্ত অন্যান বিদ্রোহের মতই ব্যর্থ হয়েছিল ।

❷ সুইজারল্যান্ড ঃ সুইজারল্যান্ডেও ফরাসি বিপ্লবের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল । সুইজারল্যান্ডের ক্যান্টনগুলিতে বৈপ্লবিক তৎপরতা পূর্বের তুলনায় অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছিল । জ্যাকোবিন ক্লাব দেশের বিভিন্ন অংশেই অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যায় । তবে সুইজারল্যান্ডের অন্যান্য ক্যান্টনগুলির তুলনায় জুরিখে বৈপ্লবিক তৎপরতা সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয়েছিল । জুরিখের বৈপ্লবিক আন্দোলন পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল । এখানকার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শহরের মধ্যবিত্তর সম্প্রদায় ও কৃষকশ্রেণি ।

❸ হাঙ্গেরী ঃ ম্যাগিয়ার ভাষাকে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দেবার দাবীতে হাঙ্গেরীতে বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা শুরু হয় । ১৭৯০ সালে হাঙ্গেরীতে একটি প্রতিনিধি সভা গঠন করা হয়, যাতে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিলেন অভিজাত সম্প্রদায় । এদের উপর রুশো ও ভলতেয়ারের প্রভাব পড়েছিল । লিওপোল্ডের আমলে অভিজাত সম্প্রদায় তাদের আনুগত্যের বিনিময়ে সার্ফ প্রথার পুনঃপ্রবর্তন দাবী করেন। ফ্রান্সের অনুকরণে তারা এমনকি মানুষের অধিকার নামে একটি ঘোষণাপত্র তৈরীর কথাও চিন্তা করেছিলেন । কিন্তু এই ধরণের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা সাফল্যের মুখ দেখতে পারেনি । কারণ হাঙ্গেরীতে অভিজাতদের প্রভাব ও সংখ্যা কম হওয়ায় এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ ছিল না ।

❹ পোল্যান্ড ঃ ভৌগোলিক দিক থেকে পোল্যান্ড ফ্রান্সের থেকে অনেক দূরে অবস্থিত হলেও এবং সেখানকার সামাজিক ও রাজনৈতিক মন্ডল ফ্রান্সের চেয়ে আলাদা হলেও ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব সেখানেও অনুভূত হয়েছিল । পোল্যান্ডের রাজা পনিয়াটোস্কিও ফরাসি বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণীত হয়ে সেখানে কিছু সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন । ১৭৯১ সালে ফ্রান্সের অনুকরণে একটি সংবিধান গড়ে তোলা হয়েছিল । যদিও পোল্যান্ডের সংবিধানে অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । কিন্তু বৃহৎ শক্তিগুলির লালসার শিকার হয়ে পোল্যান্ড ক্রমে তার স্বাধীনতা হারায় ।

❖ তোমার কি মনে হয় যে ফরাসি বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে নতুন ইউরোপের আর্বিভাব ঘটেছিল ?

উত্তর ঃ ফরাসি বিপ্লবের পটভূমি বিশ্লেষণে দেখা যায় সাধারণ কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণি বুর্জোয়া নেতৃত্বকে মেনে নিলেও কিংবা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে বুর্জোয়ারা তাদের আন্দোলনের শরিক করে নিলেও উভয়ের আন্দোলনের পদ্ধতি ছিল আলাদা । কেননা, সাধারণ মানুষের দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা হিংস্র কর্মতৎপরতার কোন ইচ্ছা বুর্জোয়াদের ছিল না । বরং তারা শান্তিপূর্ণ সাংবিধানিক উপায়ে আন্দোলন পরিচালনায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাছাড়া উভয়ের সামাজিক অবস্থান ও শ্রেণি স্বার্থও এক ছিল না । সাধারণ নিম্নবর্গের মানুষের মনে রাজনৈতিক অধিকার বা সামাজিক মর্যাদা এবং প্রতিপত্তির কোন আগ্রহ ছিল না । তাদের অন্যতম সমস্যা ছিল একমুঠো অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করে দারিদ্রতা দূর করা । তাই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পেলে তাদের অবস্থার পরিবর্তন হবে । অন্যদিকে বুর্জোয়া শ্রেণী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে মাথা ঘামাত না। তাদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক অধিকার ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা । কিন্তু এই ধরনের পার্থক্য সত্ত্বেও স্বৈরতন্ত্রের অবসানের লক্ষ্যে উভয়েই হাতে হাত মিলিয়ে ছিল । তাই বিপ্লবের নেতৃত্বে বুর্জোয়ারা থাকলেও বিপ্লবে গতি দিতে সাধারণ মানুষ দ্বিধাবোধ করেনি ।

সবুল (Albert Soboul) প্রমুখ ঐতিহাসিক যদিও দেখাতে চেয়েছেন যে সাঁকুলেৎদের আন্দোলন শুরু হয়েছিল ফরাসি বিপ্লবের পর ১৭৯২ সালে । কিন্তু বাস্তিল দুর্গের পতনে সাধারণ মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং আক্রমণের তীব্রতা প্রমাণ করেছিল যে তাঁরা অনেক আগেই পথে নেমেছিল । সবচেয়ে বড় কথা বাস্তিল দুর্গ যাদের আক্রমণে ধূলিসাৎ হয়েছিল তারা অভিজাত বা বুর্জোয়া শ্রেণি ছিল না, ছিল শহরের দরিদ্র মেহনতী মানুষ । পুলিশের অত্যাচারের শিকার এরাই হয়েছিল, পুলিশের গুলিতে নিহতদের মধ্যেও ছিল এই মেহনতী মানুষ। সাঁকুলেৎ শ্রেণির অভিযান পরোক্ষ ভাবে গ্রামের কৃষকদের উৎসাহিত করেছিল । যার ফলে কৃষক শ্রেণি গ্রামে ব্যাপক হিংসাত্মক পরিমন্ডল গড়ে তুলে সামন্তপ্রভুদের ঘরবাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দেয় । বলাবাহুল্য কৃষক অসন্তোষ এর আগেও ফ্রান্সে লক্ষ্য করা গিয়েছিল কিন্তু তা ছোট খাটো দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের ঘটনাপ্রবাহ গ্রামাঞ্চলে এমন আতঙ্ক সৃষ্টি করল, যার ভয়ে অনেকে গ্রাম থেকে শহরে পালিয়ে গেল । সাধারণ মানুষের সংগ্রাম জয়যুক্ত হল ।

বাস্তিল দুর্গের আক্রমণ ও পতনের ঘটনা ফ্রান্সের ইতিহাসে যে হিংসাত্মক ঘটনার সূচনা করেছিল তার গতিপ্রবাহ চলেছিল সন্ত্রাসের শাসনকাল পর্যন্ত । এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই প্যারিস শহরে সাঁকুলেৎ শ্রেণি ব্যাপক লুঠপাত চালায় । এই কাজে অবশ্য মেয়েরাও পিছিয়ে ছিল না । শহরের শ্রমজীবি নারীরাও এই সুযোগের সদ্ব্যবহারে প্যারিসের রাস্তায় নেমে পড়েছিল । জেলেনি, বাজারের সব্জি বিক্রেতা এবং অন্যান্য ছোট খাটো কর্মে নিযুক্ত মেয়েরাও এই ঐতিহাসিক মিছিলে (টুইলারিজ রাজপ্রাসাদ আক্রমণ) সামিল হয়েছিল । তাদের আক্রমণের তীব্রতায়

পলাতক অবস্থায় রাজা ও রাণীকে ভার্সাই থেকে প্যারিসে নিয়ে আসা হয় । পরে অবশ্য রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করে প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা করা হয় । কিন্তু হিংস্র জনতার আক্রমণের ফলেই রাজা ষোড়শ লুইএর শিরচ্ছেদ করা হয় (২১ জানুয়ারী, ১৭৯৩)। ষোড়শ লুইএর মৃত্যু ফ্রান্সের ইতিহাসে একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করেছিল, যার ফল ফ্রান্সকে ভালভাবেই ভোগ করতে হয়েছিল ।

ফরাসি বিপ্লবের প্রকৃতি বিশ্লেষণে তাই আমরা দেখতে পাই রাজা ষোড়শ লুইএর মৃত্যুর পর ফ্রান্সের কয়েক বছরের ইতিহাস এমন ভাবে পরিচালিত হয়েছিল যেখানে স্বৈরাচারী শাসন আরও তীব্র হয়েছিল । যে মহান আদর্শ সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার উপর ভিত্তি করে ফরাসি বিপ্লব শুরু হয়েছিল বিপ্লব পরবর্তী ঘটনা সমূহ তাকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছিল । সাধারণ মানুষের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি । সাঁকুলেৎ শ্রেণির সহযোগিতায় বিপ্লবে জয়যুক্ত হলেও বা তাদের সৌজন্যে বুর্জোয়া শ্রেণি ব্যাপক হিংসাত্মক কার্যাবলী গ্রহণ করলেও শেষ পর্যন্ত এই হিংসার মধ্যে দিয়েই তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার অবসান ঘটেছিল । বস্তুত ১৭৯৩ থেকে ১৭৯৫ সাল পর্যন্ত সময়কাল ছিল ফরাসি বিপ্লবের সব থেকে জটিলতম অধ্যায় । এই সময় দেশের মধ্যে দেশের অভ্যন্তরে বৈপ্লবিক কর্মকান্ড একদিকে যেমন গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা গড়ে তুলেছিল, অন্যদিকে ফরাসি রাজতন্ত্রকে রক্ষার জন্য বৈদেশিক আক্রমণের আশংকা ফ্রান্সে জন্ম দিয়েছিল সন্ত্রাসের রাজত্বের । বুর্জোয়া শ্রেণি বিপ্লবে জয়যুক্ত হলেও ক্ষমতা দখল নিয়ে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছিল । উচ্চ বুর্জোয়া শ্রেণির সমর্থনপুষ্ঠ জিরন্ডিন দলের সঙ্গে নিম্ন বুর্জোয়া শ্রেণির মুখপাত্র জ্যাকোবিন দলের তীব্র বিরোধিতা গড়ে উঠেছিল । এই বিরোধিতার অবসান ঘটেছিল সাঁকুলেৎদের সহযোগিতায় জিরন্ডিন দলের ক্ষমতায় আরোহণের মধ্যে দিয়ে ।

জিরন্ডিন দল ক্ষমতা দখল করলেও সমস্যা কিন্তু থেকেই যায় । কেননা, সামন্ততন্ত্রের পতনের পর কৃষক শ্রেণি বিপ্লবের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল । কিন্তু সাঁকুলেৎদের অবস্থার কোন পরিবর্তন তখন পর্যন্ত হয়নি । তাই সাঁকুলেৎ শ্রেণি তাদের জঙ্গী মনোভাব ত্যাগ করেনি। খাদ্যাভাবের অবসান ঘটেনি, দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায়নি। তাই সন্ত্রাসের শাসনকালে তারা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। যাদের সহযোগিতা ও সমর্থন নিয়ে উচ্চবুর্জোয়া শ্রেণির জিরন্ডিন দল ক্ষমতায় আরোহন করেছিল, সেই সাঁকুলেৎদের স্বার্থ নিয়ে তারা মাথা ঘামায়নি। বরং স্বার্থ সিদ্ধ হবার পর জিরন্ডিন দল বিপ্লবের প্রতি এক ধরণের উদাসীনতা দেখাতে শুরু করেছিল । তাদের মনে হয়েছিল বিপ্লবের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে । কিন্তু এই ধরণের মনোভাব সাঁকুলেৎদের উপর ছিল বোমা ফাটানোর নামান্তর । সাঁকুলেৎদের এই অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতায় আরোহণের চেষ্টায় মেতে ওঠে জ্যাকোবিন দল । শেষ পর্যন্ত এই সাঁকুলেৎদের সমর্থনেই জ্যাকোবিন নেতা রোবসপীয়ার ক্ষমতা দখল করেন । এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে ফ্রান্সে শুরু হয়ে যায় ১৩ মাস ব্যাপী কুখ্যাত এক অধ্যায় 'সন্ত্রাসের শাসন'।

জ্যাকোবিন দলের শক্তি অনেকাংশে সাঁকুলেৎদের উপর নির্ভরশীল হলেও বুর্জোয়াদের স্বার্থের দিকেই তাদের বেশি নজর ছিল । যদিও ভোটাধিকার বা সর্বোচ্চ মূল্যের আইনের ন্যায় কিছু সুযোগ সুবিধা তারা ভোগ করলেও তাদের আসল সমস্যার সমাধান হয়নি । মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে সাঁকুলেৎদের সৃষ্ট উত্তেজনার প্রশমণে জ্যাকোবিন দল কোন চেষ্টা করেনি । তারা সাঁকুলেৎদের হাতে রাখতে চাইলেও দাবী পূরনে ব্যর্থ হওয়ায় সাঁকুলেৎ শ্রেণি ফের দাঙ্গা-হাঙ্গামায় জড়িত হয়ে পড়লে জ্যাকোবিনরা সংকটে পড়ে । শেষ পর্যন্ত রোবসপীয়ার সম্পূর্ণ একার সিদ্ধান্তে সাঁকুলেৎ নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করে গিলেটিনে প্রাণদন্ড দেন । এই ঘটনা ফ্রান্সে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে । ঘটনার তীব্রতায় সন্ত্রাসের শাসন জনপ্রিয়তা হারায় এবং রোবসপীয়ারকে সন্ত্রাসের বাড়াবাড়ির জন্য অভিযুক্ত করা হয় । শেষ পর্যন্ত সন্ত্রাসের শাসনের হাতিয়ার এই গিলেটিনেই রোবসপীয়ারের শিরচ্ছেদ করা হলে সন্ত্রাসের শাসনের অবসান ঘটে ।

সুতরাং বিপ্লবে নিম্নবর্গের মানুষের ভূমিকা নিয়ে তর্কবিতর্ক যাই থাকুক না কেন অন্তত পক্ষে এটা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে প্রকৃতিগত দিক থেকে এই বিপ্লব ছিল বুর্জোয়াদের স্বার্থ প্রসূত । সামাজিক মর্যাদা এবং রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে রাজার বিরুদ্ধে সংগ্রামে তারা তৃতীয় সম্প্রদায়ের মানুষকে কাজে লাগিয়ে ছিল । বিশেষ করে সাঁকুলেৎ শ্রেণির দাঙ্গার নীতি তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে সহায়ক হয়েছিল । বুর্জোয়া বিপ্লব হয়তো সফলই হত না, যদি না সাঁকুলেৎ শ্রেণি ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামার দ্বারা নৈরাজ্যের পরিবেশ সৃষ্টি না করত ।

রুদে (Rude) ফরাসি বিপ্লবে নিম্নবর্গের মানুষের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন । তিনি মনে করেন, বিপ্লবী জনতার একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, স্বার্থ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল । বিপ্লবী কার্যাবলীর সঙ্গে তারা একাত্ম হয়ে গিয়েছিল । তারা বুর্জোয়াদের নেতৃত্ব মেনে নিলেও তাদের হাতের পুতুল ছিল না । নিজস্ব দাবী দাওয়া নিয়ে তারা সব সময়েই সচেষ্ট ছিল । এমনকি তার জন্য ক্ষমতাসীন শক্তির বিরোধিতায় যেতেও পিছুপা হয়নি । সন্ত্রাসের শাসনকালে এটা প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল । ফরাসি বিপ্লবে কৃষক ও সাঁকুলেৎদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান সত্ত্বেও বিপ্লবের ফলে তারা খুব একটা লাভবান হয়নি । বিপ্লবে তাদের অনেক রক্ত ঝড়েছিল, কিন্তু সেই রক্তের দাম বুর্জোয়াদের স্বার্থের নিকট মুল্যহীন হয়ে গিয়েছিল । স্বার্থসিদ্ধি পূরণের লক্ষ্যে বুর্জোয়া শ্রেণি সব সময়েই তৃতীয় সম্প্রদায়ের সমর্থন চাইলেও প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই তাদের আর দরকার মনে করেনি । তাই নিম্নবর্গের নিকট ফরাসি বিপ্লব ছিল অলীক কল্পনা । বিপ্লবে তাদের কিছু স্বার্থ পূরণ হলেও, তারা যে স্বপ্নের পিছনে ছুটেছিল তা অধরাই থেকে গিয়েছিল ।

---o---